আমেরিকা সপ্তাহ খুলনা: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে. টমাসের ভাষণ

উপস্থিত ভদ্র মহোদয়া ও মহোদয়গণ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আসলামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন

মেলা নগরী খুলনায় আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমেরিকা সপ্তাহের উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে প্রতিবারই এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে। আমি গর্বের সংগে বলতে পারি যে এ বছর খুলনায় আগের চেয়ে আরো বেশী আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম প্রত্যাশা করছি।

যুক্তরাষ্ট্র মিশনের কার্যক্রম বাইরে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে তিন বছর আগে শুরু হয় আমেরিকা সপ্তাহ উদযাপন। যুক্তরাষ্ট্র মিশন চেয়েছিল দেশের আনাচে কানাচে বাংলাদেশীদের কাছে পৌঁছুতে এবং তার দরকারও ছিল।

চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং এখন খুলনায় এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমেরিকা সপ্তাহ-এর পরিসর আউটরিচ প্রোগ্রাম বা ট্রেড ক্যাটালগ শোর পরিসরকে ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকা সপ্তাহ আমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে এমন সব মানুষের সংগে মত বিনিময় করা, সমঝোতা বৃদ্ধি করা এবং এমনকি বন্ধুত্ব করার, যাদের সাথে আমাদের মিলিত হবার কোন সুযোগ ছিল না।

শিল্প কলকারখানা: পাটকল ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণের জন্য খুলনা বিখ্যাত হলেও এই নগরী সুন্দরবনের প্রবেশপথ। দুই সপ্তাহ আগে সেখানে আমার বেড়ানোর সুযোগ হয়েছিল।

মনোরম বাংলাদেশের কথা বিশ্ব যখন ভাবে, তখনই তাদের মানসপটে ভেসে ওঠে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সর্বশেষ আবাসস্থল হিসেবে খুলনা বিভাগ এক হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

সুন্দরবনের বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মতো আমাদের আগামী কয়েকদিনের কার্যক্রমও বিচিত্র।

শিক্ষার্থীদের জন্য আমেরিকান সেন্টার যুক্তরাষ্ট্রে লেখাপড়ার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে তরুণ তরুণীদের সহায়তা করার জন্য কয়েকটি অধিবেশনের আয়োজন করবে। শীঘ্রই এমন সুযোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এমন একজন ছাত্র আজ এখানে আমাদের সাথে রয়েছে। মি: এস এম আনওয়ার উদ্দীন আমেরিকান সেন্টার থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে দুই বছরের একটি বৃত্তি লাভ করে চলতি মাসের শেষের দিকে কলারেডোর ডেনভার যাচ্ছে।

ইউএসএআইডি-এর সহযোগীদের বুথগুলো উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্প, যেগুলোতে আমাদের কর্মীরা সারা বছর কাজ করে চলেছেন। আমাদের ডেপুটি চিফ অব মিশন জুডিথ চামাস এবং আমি এমন কয়েকটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করবো।

আগামী তিন দিন আমার কয়েক জন সহকর্মী এবং আমি সাংবাদিকদের সাথে নিজ নিজ ক্ষেত্র সম্পর্কে বক্তব্য রাখবো।

আমাদের ইউএসএআইডি পরিচালক জিন জর্জ তার দফতর যেসব মানবীয় প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে, সে সেম্পর্কে কথা বলবেন। এই অঞ্চলে ইউএসএআইডির সহযোগীদের প্রকল্পগুলো বিচিত্র ধরনের। এসব প্রকল্প গণতন্ত্রের ভিতকে জোরদার করছে, চিংড়ি চাষীদের তাদের পণ্যের উচ্চ গুণগতমান বজায় রাখতে সহায়তা করছে, পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ আনয়নে ও বিকল্প জ্বালানী উৎস উন্নয়নে সহায়তা করছে। প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা উন্নয়নে এবং জরুরী স্যালাইন সরবরাহ করে শিশুর জীবন রক্ষায়ও এই সব প্রকল্প সহায়তা করছে।

আমাদের কনসুলার শাখার প্রধান এলিজাবেথ গ্রোরলে ভিসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবেন।

আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক জনাথন সিবরা যুক্তরাষ্ট্রের আউটরিচ লক্ষ্য এবং নীতিগত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন।

আমাদের একজন বিশেষ অতিথি এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর ইমাম মুহিআলদীন ইবনে নোয়েল। তিনি আমাদের সেনাবাহিনীতে একজন মুসলিম ইমাম হিসেবে তার ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন।

আমেরিকা সপ্তাহ কার্যক্রমের পর আমি খুলনায় আপনাদের মানুষ পাচার বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মানুষ পাচার একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় এই সমস্যাটি যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমাজের জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। ইউএসএআইডি, একশন এগেইনস্ট ট্রাফিকিং অ্যান্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন (এটিএসইসি) এবং আমেরিকান সেন্টার যৌথভাবে জিয়া হলে দিনব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে, যা সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

খুলনায় আমাদের অবস্থানকে নিরাপদ ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় নিরাপত্তা ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যে অসংখ্য মানুষ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে এই চতুর্থ আমেরিকা সপ্তাহকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই।

সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের নিমন্ত্রক খুলনাবাসীকে। আপনারা দু হাত বাড়িয়ে আমাদের আপনাদের এই নগরীতে স্বাগত জানিয়েছেন। আজ ও ভবিষ্যতে আপনাদের সংগে কাজ করার এবং আপনাদের পাশাপাশি থেকে শেখার প্রতীক্ষায় রয়েছি।
এখন আমরা একসাথে কাজ করতে শুরু করবো।

====